রেল এখন সবচেয়ে জনপ্রিয় পরিবহন

মো: শরিফুল আলম

রেলওয়েকে আধুনিক ও যুগোপযোগী যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে গড়ে তুলতে সরকার বদ্ধপরিকর। বর্তমান সরকার রেলওয়ের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ২০১১ সালের ৪ ডিসেম্বর পৃথক রেলপথ মন্ত্রণালয় গঠন করে। রেল খাতের টেকসই উন্নয়ন এবং সেবার মানোন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রেল পরিবহন চাহিদা মেটাতে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং সরকারি রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর দায়বদ্ধ।

বর্তমান বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে ১৫ নভেম্বর, ১৮৬২ সালে দর্শনা-জগতি স্টেশনের মধ্যে তদানীন্তন ইস্ট বেঙ্গল রেলওয়ের ট্রেন চলাচলের মাধ্যমে রেলের যাত্রা শুরু হয়। নিরাপদ ও তুলনামূলক কম খরচে পরিবহন সেবা প্রদানে বাংলাদেশ রেলওয়ে কাজ করছে। এছাড়া তুলনামূলক কম পরিবেশ দূষণ, স্বল্প জ্বালানি খরচ ও দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি কম হওয়ার সুবাদে রেলওয়ে অধিক জনপ্রিয় পরিবহণ মাধ্যম। বাংলাদেশের রেলযোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় জনসাধারণের যাতায়াত আরও সহজ হচ্ছে এবং পরিবহন ব্যয় বহুলাংশে হ্রাস পাচ্ছে, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটছে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে, শিল্পায়নের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটছে এবং দারিদ্র্য হ্রাসসহ আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে। কালের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় প্রশাসনিক সংস্কার ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ রেলওয়ে বর্তমান ব্যাপক উন্নয়ন পর্যায়ে এসেছে।

রেলওয়ে দেশের বর্তমান পরিবহণ চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ খাতে উন্নয়নের প্রচুর সুযোগ রয়েছে। সমন্বিত বহুমাত্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় রেলওয়ে দেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ বা মূল চালিকাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। ইতোমধ্যে নতুন রেললাইন নির্মাণ, পুরাতন রেললাইন পুনর্বাসন, মিটারগেজ লাইন ডুয়েলগেজে রূপান্তর, লোকোমোটিভ, যাত্রীবাহী কোচ ও মালবাহী ওয়াগন সংগ্রহ ও পুনর্বাসন, সিগনালিং ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, নুতন ট্রেন সার্ভিস চালুসহ বেশকিছু সাফল্য বাংলাদেশ রেলওয়েকে অধিকতর জনবান্ধব হিসেবে প্রতিভাত করেছে। টেকসই উন্নয়ন অর্জনসহ ২১ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকারের ধারাবাহিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে যাচ্ছে।

বর্তমানে সারাদেশে চলাচলকারী যাত্রীবাহী ট্রেনের সংখ্যা ৩৯৪টি। আন্ত:নগর ট্রেন ১০৪টি, মেইল এক্সপ্রেস এবং কমিউটার ট্রেন ১৪০টি, লোকাল ট্রেন ১০৮টি। মিটারগেজ এসি কোচ ১৩০টি, নন এসি কোচ ১০৭৩ টি মোট ১২০৩ টি। ব্রডগেজ এসি কোচ ৮৬ টি , নন এমি কোচ ৩৮২টি মোট ৪৬৮টি এবং সর্বমোট কোচের সংখ্যা ১৬৭১টি। আন্তঃদেশীয় ট্রেন (মৈত্রী, বন্ধন ও মিতালী এক্সপ্রেস, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে চলাচলকারী) ৪টি এবং সর্বমোট স্টেশন ৪৮৩টি। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা-জয়দেবপুর, ময়মনসিংহ-জয়দেবপুর, আখাউড়া-কুমিল্লা, লাকসাম-কুমিল্লা-চাঁদপুর, লাকসাম-কুমিল্লা-নোয়াখালী, সিলেট-আখাউড়া, পার্বতীপুর-ঠাকুরগাঁও, পার্বতীপুর-লালমনিরহাট এবং চট্টগ্রাম-কুমিল্লা কমিউটার ট্রেন সার্ভিস চালু করা হয়েছে। এতে রাজধানীসহ দেশের অন্যান্য জনবহুল শহরগুলোতে যানজট অনেকাংশে লাঘব হয়েছে। এছাড়া "ঢাকা শহরের চতুর্দিকে বৃত্তাকার রেলপথ নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রম" প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। বিনিয়োগ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ঢাকা শহরের চতুর্দিকে বৃত্তাকার রেলপথ নির্মাণ করা হলে যানজট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

পদ্মা সেতু রেল সংযোগ, দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক, বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতু, আখাউড়া থেকে লাকসাম পর্যন্ত ডুয়েলগেজ ডাবল রেললাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান রেললাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর, সিরাজগঞ্জ থেকে বগুড়া পর্যন্ত নতুন রেললাইন নির্মাণ, ফরিদপুরের মধুখালী থেকে মাগুরা শহর পর্যন্ত ব্রডগেজ নতুন রেললাইন নির্মাণ, খুলনা হতে মংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ, বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা-টঙ্গী সেকশনের ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েলগেজ লাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে বিদ্যমান মিটারগেজ রেললাইনের সমান্তরাল একটি ডুয়েলগেজ রেললাইন নির্মাণ, ভাঙ্গা থেকে বরিশাল হয়ে পায়রা পর্যন্ত নতুন রেললাইন নির্মাণ, যাত্রীবাহী কোচ ও ওয়াগন সংগ্রহ এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ চলমান প্রকল্প।

বাংলাদেশ রেলওয়েকে আধুনিক, যুগোপযোগী জনপরিবহন মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অর্ন্তভুক্ত রেলওয়ের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি এবং আধুনিকীকরণের প্রোগ্রাম রেলওয়ের উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ হলো ৭৯৮ কি.মি. নতুন রেলপথ নির্মাণ; ৮৯৭ কি.মি. ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ; ৮৪৬ কি.মি. বিদ্যমান রেলপথ পুনর্বাসন; ৯ টি গুরুত্বপূর্ণ রেলসেতু নির্মাণ, লেভেল ক্রসিং গেটসহ অন্যান্য অবকাঠামোর মানোন্নয়ন; আইসিডি নির্মাণ, ওয়ার্কশপ নির্মাণ, বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১৬০টি নতুন লোকোমোটিভ, ১৭০৪ টি যাত্রীবাহী ক্যারেজ সংগ্রহ এবং আধুনিক রক্ষণাবেক্ষণ ইকুইপমেন্টস সংগ্রহ; ২২২টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থার মানোন্নয়ন এবং রেলওয়ে ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৩০ বছর মেয়াদী (২০১৬-২০৪৫) রেলওয়ে মাস্টারপ্লান ৬টি পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ৫,৫৩,৬৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ২৩০টি প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এডিবি'র অর্থায়নে বাংলাদেশ রেলওয়ের বিদ্যমান মাষ্টার প্লানটি পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যাত্রী সাধারণের সুবিধার্থে মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট ব্যবহার করে "Rail Sheba" এ্যাপসের মাধ্যমে ট্রেনের টিকেট ক্রয়ের জন্য টিকেটিং সুবিধা চালু করা হয়েছে। অনলাইনে টিকেটের কোটা বৃদ্ধি করে ২৫% হতে ৫০% এ উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়া নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহের জন্য Water Aid, Bangladesh-এর সহযোগিতায় বিভিন্ন স্টেশনে পানি শোধনাগার স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ে ট্রেনের মাধ্যমে কনটেইনার পরিবহণ করে। বাংলাদেশ রেলওয়ের কনটেইনার পরিবহণ বৃদ্ধি করার জন্য ঢাকা-চট্টগ্রাম করিডোর ডাবল লাইনে রূপান্তর এবং ধীরাশ্রমে একটি আইসিডি নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ে কনটেইনার পরিবহনের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির জন্য একটি পৃথক কনটেইনার কোম্পানি গঠন করেছে।

প্রান্তিক কৃষকের উৎপাদিত কৃষিপণ্য, সবজি ও অন্যান্য জরুরী পার্শ্বেল মালামাল পরিবহনের জন্য বিভিন্ন রুটে বিশেষ পার্শ্বেল ট্রেন পরিচালনা করা হয়। রাজশাহী বিভাগের আমচাষীদের কথা বিবেচনা করে ২০২০ সাল হতে "ম্যাংগো স্পেশাল" ট্রেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ- ঢাকা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ রুটে চলাচল করছে। পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষ্যে গবাদিপশু পরিবহনের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে ক্যাটেল স্পেশাল ট্রেন পরিচালনা করে থাকে। এভাবেই রেলওয়ে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে যাত্রীদের সেবা দিয়ে যাচ্ছে। আধুনিক ম্যানেজমেন্ট ও অপারেশনাল পদ্ধতিসহ চলমান এবং ভবিষ্যত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন পরিবহণ খাতে রেলওয়ের বিকাশেই শুধু সহায়তা করবে না, বরং দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নেও ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। রেলওয়ে তার নিজের বাজার শেয়ার পুনরুদ্ধার করে বাণিজ্য সম্ভাবনার নতুন দ্বার উন্মোচন করবে, যা রেলওয়েকে আত্মনির্ভরশীল হতে সহায়তা করবে। সরকার রেলওয়ে মাস্টারপ্লান , ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও রূপকল্প-৪১ এর আওতাধীন পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং কৌশলগত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নির্ধারিত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

স্বাধীনতা উত্তরকালে দীর্ঘদিন রেলওয়ে সেক্টর অবহেলিত ছিল। অথচ বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে গণপরিবহণ হিসেবে রেলওয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। নিরাপদ, সাশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব হওয়ায় জনবহুল এদেশে রেলওয়ের যাত্রী সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ রেলওয়েকে একটি শক্তিশালী পরিবহন নেটওয়ার্ক হিসেবে গড়ে তুলতে সরকার আন্তরিক এবং এ লক্ষ্যে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গৃহীত চলমান উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ রেলওয়ে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। যার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার ভোগ করবে জনবহুল এদেশের রেলওয়ে গণপরিবহনের যাত্রী তথা আপামর জনসাধারণ।

#

লেখক: সিনিয়র তথ্য অফিসার, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

পিআইডি ফিচার